খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক এর ২৯শে মে, ২০১৫ তারিখে ফ্রাঙ্কফ্রোর্ট জার্মানীতে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে এ পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের দুঃখজনক সংবাদের পাশাপাশি এ শুভ সংবাদও দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন যেন বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখানো হয়। তাই এখন এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আদি রীতি বিসর্জন দেবেন। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য যেহেতু দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় কেননা তা স্থায়ী যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না।

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.) যখন বলেছেন যে, তোমাদের মাঝে নবুয়্যত ততদিন প্রতিষ্ঠিত থাকবেযতদিন আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে যা নবীর রীতি-নীতি অনুসরণকারী হবে। এর মাঝে কোন ব্যক্তিস্বার্থ থাকবে না। তা নবীর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য রাখবে কিন্তু এককাল পর এই খেলাফত যা কিনা রাশেদ খিলাফত তার অবসান ঘটবে। এই নিয়ামত তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। এরপর এমন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে যা মানুষের জন্য যন্ত্রণাদায়কহবে। এরপর এর চেয়েও অধিক স্বৈরাচারী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন আল্লাহ্ তা'লার করুণা পুনরায় উথলিত হবে এবং পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।আমরা দেখতে পাই যে, যদিও ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে আগত মুসলমান রাষ্ট্র প্রধানরা খলীফা হওয়ার দাবী করে আর বলে বেড়ায় যে, তারা খলীফার মর্যাদা রাখে কিন্তু তাসত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর তাঁর প্রথম চারজন খলীফাকেই খুলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদা দিয়ে থাকে। তাঁদের যুগকেই খিলাফতে রাশেদার যুগ আখ্যায়িত করা হয়। বংশগত কোন রাজত্ব ছিল না বরং মু'মিনদের জামাতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদেরকে খিলাফতের চাদর পরিধান করিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে ছাড়া বাকি খলীফারা পারিবারিক রাজত্ব-ই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন আর মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। প্রথম দু'টো ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণী যেহেতু অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে তাই শেষ যে কথা তিনি বলেছেন সেক্ষেত্রেও আমাদের মুনিব হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথাই সত্য প্রমাণিত হওয়ার ছিল যে, এই বস্তু পূজা বা জাগতিকতা এবং মুসলমানদের অধঃপতিত অবস্থা দেখে সেই খোদা যিনি মহানবী (সা.)-কে চিরস্থায়ী শরীয়ত সহকারে পাঠিয়েছেন তাঁর করুণাসিন্ধু উথলে উঠতো আর নবুয়্যতের পদ্ধতিতে পৃথিবীতে পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতো। আর আমরা আহমদীরা এই বিশ্বাস রাখি যে, মহানবী (সা.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা নিজ করুণাকে উথলিত করেছেন, তাঁর করুণা প্রকাশ পেয়েছে এবং আমাদের মুনিবের কথা পূর্ণ করত প্রতিশ্রুত মসীহ্এবং মাহ্দীর মাধ্যমে নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে যেখানে উম্মতি নবী হওয়ার মর্যাদা দিয়েছেন সেখানে তাঁকে খাতামুল খুলাফার মর্যাদায়ও ভূষিত করেছেন অর্থাৎ এখন মহানবী (সা.)-এর খিলাফতের ধারা তিনি (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাস এবং খাতামুল খুলাফার মাধ্যমেই সূচীত হবে। অতএব আমরা সৌভাগ্যবান কেননা নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সংক্রান্ত যেভবিষ্যদ্বাণী মহানবী (সা.) আমাদের জন্য করে গেছেনআমরা তা থেকে অংশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি

(সা.) সূরা জুমুআর আয়াত “ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম”-এর ব্যাখ্যায় পরবর্তীতে আগত যে সকল সৌভাগ্যবানদেরকে পূর্ববর্তীদের সাথে মিলিত করেছেন আমরা তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছি। তিনি (সা.) তাঁর যে প্রিয় সম্পর্কে বলেছিলেন যে, তিনি ঈমানকে সুরাইয়্যা থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবেন, তিনি আমাদেরকে তাঁর মান্যকারীদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি (সা.) তাঁর যে মসীহ্ ও মাহ্দীকে সালাম পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই দায়িত্ব পালনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আর বয়াতকারী আহমদীয়া জামাতের ওপর অর্থাৎ আহমদীদের ওপর খোদা তা'লা এ কৃপাও করেছেন যে, তাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর তিরোধানের পর চলমান খিলাফতের হাতে বয়াতকারীদেরও অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

সুতরাং খোদার এ সকল কৃপা প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই দাবী করে যে, খোদার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে নিজেদের ব্যবহারিক জীবনে সেই পরিবর্তন আনুন যা খোদার এই প্রেরীত মহাপুরুষের মান্যকারীদের জন্য আবশ্যক। তাহলেই বয়াতের সুবাদে অর্পিত বা ন্যস্ত দায়িত্ব আপনারা পালন করতে পারবেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্এবং মাহ্দীর ঈমানকে সুরাইয়া থেকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার কথা এবং নিজ মান্যকারীদের হৃদয় তাতে সমৃদ্ধ করার কথা। আর প্রত্যেক আহমদী নিশ্চয় এ কথার সাক্ষী যে, তিনি এ কাজ সফলভাবে করে দেখিয়েছেন। কিন্তু সেই ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করা শুধু তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্তই সীমিত ছিল না বা কয়েক দশক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না বরং মহানবী (সা.) যখন নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার শুভ সংবাদ দিয়ে নীরব হয়ে যান সে ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো, এই ঈমান কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সকল মহিমার সাথে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে নিজেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়াতকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তার জন্য আবশ্যক হলো সেই ঈমানকে হৃদয়ে গ্রথিত করে তার ওপর সবসময় প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর এই কাজের সমাধা করার জন্যই মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আর এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতকে এ পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায়ের দুঃখজনক সংবাদের পাশাপাশি এ শুভ সংবাদও দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আদি থেকে আল্লাহ্ তা'লার এটিই রীতি যে, তিনি দু'টো কুদরত প্রদর্শন করেন যেন বিরোধীদের দু'টো মিথ্যা উল্লাসকে পদদলিত করে দেখানো হয়। তাই এখন এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আদি রীতি বিসর্জন দেবেন। তিনি বলেন, তোমাদের জন্য যেহেতু দ্বিতীয় কুদরত দেখাও আবশ্যক এবং তার আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয় কেননা তা স্থায়ী যার ধারা কিয়ামত পর্যন্ত কর্তিত হবে না।

সুতরাং ঈমানকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর এই দ্বিতীয় কুদরতকে প্রকাশ করেছেন। আর আমরা সবাই ভালোভাবে জানি যে, এই দ্বিতীয় কুদরত হলো, খিলাফত ব্যবস্থা বা নিযামে খিলাফত। সুতরাং ধর্মীয় উন্নতির সাথেখিলাফত ব্যবস্থার এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর ইসলামী শরীয়তের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খিলাফত ছাড়া ধর্মীয় উন্নতি বা ধর্মের উন্নতি সম্ভবই নয়। জামাতের ঐক্য খিলাফত ছাড়া প্রতিষ্ঠিত থাকতেই পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের প্রত্যেকেই যে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত সে এ কথা খুব ভালোভাবে জানে এবং বোঝে যে, জামাতে খিলাফত জারী এবং চলমান থাকা ঈমানের অংশ আমরা খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, সেই সকল লোকের কুরবানীর কারণে, তাদের ঈমানের দৃঢ়তার কারণে আজ আমাদের অনেকেই যারা সে সকল বুযুর্গদের পরবর্তী প্রজন্ম, খিলাফতের কল্যাণে কল্যাণমন্ডিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ত্যাগ স্বীকার করেছেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর ওপর অপবাদ আরোপকারীরা অনেক বড় বড় অপবাদ আরোপ করেছে কিন্তু খিলাফত ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর হৃদয়ের যে চিত্র ছিল তার একটি ছবি বা চিত্র খলীফাতুল মসীহ্ সানীর ভাষায় আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই কেননা এটিও ইতিহাসের অংশ আর ফিতনা ও নৈরাজ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইতিহাসেরআমাদের ওপরও দৃষ্টি রাখা উচিত। একইভাবে ঈমানের দৃঢ়তার জন্য এটি আবশ্যক, এটিঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন যে,

যেখানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ইন্তেকাল করেছেন অর্থাৎ যে ঘরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেই ঘরের একটি কক্ষে মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে ডেকে আমি বলি যে, খিলাফত সংক্রান্ত কোন বিতন্ডায় লিপ্ত হবেননা যে, খিলাফত হওয়া উচিত কি উচিত নয় আরনিজের চিন্তা-ভাবনা বা চিন্তা ধারাকে শুধু একথার মাঝে সীমাবদ্ধ রাখুন যে এমন খলীফা নির্বাচিত হওয়া উচিত যার হাতে জামাতের স্বার্থ সুরক্ষিত ও সংরক্ষিত থাকবে আর যে ইসলামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে সক্ষম হবে কেননা এমন বিষয়েই মিমাংসা হতে পারে যে ক্ষেত্রে কুরবানী করা সম্ভব। খলীফা সানী(রা.) বলেন, আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম যে, ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির যতটুকু সম্পর্ক আছে আমি আমার আবেগ অনুভূতিকে আপনার খাতিরে বিসর্জন দিতে পারি কিন্তু যদি নীতির প্রশ্ন আসে তাহলে সেখানেআমার সীমাবদ্ধতা থাকবে কেননা নীতিকে কোনভাবেই জলাঞ্জলি দেয়া বা বিসর্জন দেয়া বৈধ নয়। আমাদের এবং আপনাদের মাঝে এটিই পার্থক্য যে, আমরা খিলাফতকে একটি ধর্মীয় বিষয় মনে করি আর খিলাফতের অস্তিত্বকে আবশ্যক আখ্যা দেই। কিন্তু আপনারাও খিলাফতের অস্তিত্বকে অপ্রয়োজনীয় বা অবৈধ আখ্যা দিতে পারেননা কেননা এই মাত্রই এক খলীফার বয়াত হতে আপনারা মুক্ত হয়েছেন, এর অর্থ হলো খলীফা আউয়ালের বয়াত তো আপনারা করেছিলেন আর তাঁর ইন্তেকালের পরেই আপনারা স্বাধীন হয়েছেন অর্থাৎ এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হওয়ার পর আপনারা বলছেন যে, আমাদের আর খিলাফতের প্রয়োজন নেই এখন আমরা খিলাফত হতে মুক্ত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ(রা.) তাকে বলেন যে, আপনারা ছয় বছর পর্যন্ত বয়াতভূক্ত ছিলেন আর যা ছয় বছর পর্যন্ত বৈধ ছিল তা ভবিষ্যতেও অবৈধ হতে পারেনা আর যা খোদার নির্দেশ অনুযায়ী হয় তার ক্ষেত্রে তো অবৈধ হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব সুবিচারের দাবী হলো আপনারা সেই পথই অবলম্বন করুন যা আজ পর্যন্ত আপনারা অনুসরণ করছিলেন আর আমাদেরকে আমাদের ধর্ম এবং নীতির বিরোধী কিছু করতে বাধ্য করবেননা। বাকী থাকলো এই প্রশ্ন যে, জামাতের উন্নতি এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কে কল্যাণকর হতে পারে, তো এর উত্তর হলো যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা একমত হবেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বলেন যে, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনারা মতৈক্যে পৌঁছবেন তাকে আমরা খলীফা হিসেবে শিরোধার্য করবো। যাহোক হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী(রা.) বলেন, মৌলভী সাহেবকে আমি বললাম যে, আপনার সংশয় আমি দূরীভূত করেছি তাই আপনার সামনে এখন এই প্রশ্ন উঠা উচিত নয় যে, খলীফা হবেন কি না বরং এই প্রশ্ন হওয়া উচিত যে, খলীফা কে হবেন। আপনার সামনে এই প্রশ্ন হওয়া উচিত যে, খলীফা কে হবেন, এটি নয় যে, খলীফার দরকার নেই বা প্রয়োজন নেই। তখন মৌলভী সাহেব বলেন যে, আমার জানা আছে আপনি এই জন্য জোর দিচ্ছেন কেননা আপনি জানেন যে, খলীফা কে হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ(রা.) বলেন, কিন্তু আমি তাকে বললাম যে, কই আমিতো জানিনা যে, খলীফা কে হবেন। খলীফা সানী (রা.) বলেন যে, আমি তার হাতে বয়াত করবো যাকে আপনারা নির্বাচন করবেন অর্থাৎ মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে তিনি বলছেন। আপনাদের নির্বাচিত ব্যক্তির হাতে আমি বয়াত করলে খিলাফতের সমর্থনকারীরা যেহেতু আমার কথা মানে তাই বিরোধিতার কোন আশংকা নেই।

কিন্তু মৌলভী সাহেব রাজী হওয়ার ছিলেন না আর তিনি রাজী হনওনি। আর কিছুক্ষণ পর যখন এইদরজা খোলা হয় আরতারা বাহিরে আসেন তখন মৌলভী মোহাম্মদ আহসান আমরোহী সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন আর জামাত তাকে বয়াত নিতে বাধ্য করে। এভাবে এই দ্বিতীয় কুদরত প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটে নৈরাজ্যবাদীরা যেই নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছে আল্লাহ্‌তা'লা স্বীয় রসূল (সা.)-এর কথা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদেরকে ব্যর্থ করেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর দ্বিতীয়বার বা পুনরায় নবুয়্যতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করেন। আর যারা খিলাফত থেকে দূরে সরে যায় তারা বড় বড় ধর্মীয় আলেমও ছিলো, জাগতিক আলেমও ছিল, শিক্ষিতও ছিল, অভিজ্ঞও ছিল, সম্পদশালী এবং মর্যাদাবানও ছিল। আঞ্জুমানের পুরো ভান্ডারও নিজেদের করতলগত করে রেখেছিলকিন্তুতারা ক্রমাগতভাবে ব্যর্থ হতে থাকে। মৌলভী সাহেব দ্বিতীয় খিলাফতের নির্বাচনের পর কেবল কাদিয়ান পরিত্যাগই করেননি বরং এ সকল ব্যক্তিরা খিলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য পরেও অনেক নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়ায়। কিন্তু সবসময় তাদেরকে ব্যর্থতাই দেখতে হয়েছে। আর আজ সেই কথা বলার পর ১০১ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে কিন্তু চরম প্রতিকুলতা সত্ত্বেও কাদিয়ান শুধু উন্নতিই করছে।

অতএব এই হলো আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন যার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন দেখছি। জার্মানীও সেই কল্যাণরাজি থেকে বঞ্চিত নয় যা দ্বারা খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে সম্পৃক্তদের আল্লাহ্ তা'লা ভূষিত করছেন। মাত্র কয়েক দিন পূর্বেই জার্মানী জামাতের দু'টি অঙ্গ সংগঠন আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ সম্মিলিতভাবে পাঁচ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন ক্রয় করেছে যা সতের লক্ষ ইউরো ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। সেই ভাণ্ডার যাতে খিলাফত বিরোধীরা এক রুপিয়ার চেয়েও কম কিছু পয়সা রেখে গিয়েছিল আর তিরস্কার করতো যে, এখন দেখব কীভাবে নিযাম বা ব্যবস্থাপনা চলে। আজ সেই খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত একটি দেশের দু'টি অঙ্গ সংগঠন একটি বিশাল পাঁচ তলা বিশিষ্ট ভবন প্রায় ১৯ কোটি রুপিরও বেশী অর্থ ব্যয়ে ক্রয় করেছে। তো এটি খোদার কৃপা এবং আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তাঁর সমর্থন নয় তো আর কী? যারা খিলাফত থেকে পৃথক হয়ে গেছে তাদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাও লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। কিছু ঘটনা বড় আশ্চর্যজনক হয়ে থাকে আর আশ্চর্য হতে হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সত্যতা স্পষ্ট করার পাশাপাশি খিলাফতের প্রতি তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের কথাও ব্যক্ত করেন। আরকেবল আহমদীয়া জামাতের সত্যতাই স্পষ্ট করেন না বরং খিলাফতের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার যে সাহায্য ও সমর্থন রয়েছে তাও তিনি অন্যদেরদেখিয়ে থাকেন আর এভাবে নেক প্রকৃতির মানুষের বক্ষ উন্মোচিত করেন। এখানে দু'একটি ঘটনা আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি।

নাইজার আফ্রিকার একটি দেশ। আমাদের সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেছেন যে, নতুন বয়াতকারীদের একটি ট্রেনিং ক্লাসে দশ জন ইমামের পাশাপাশি ওগোনা নামক একটি গ্রামের চীফও সেই ক্লাসে উপস্থিত হন। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইমামের পরিবর্তে আপনি নিজে কেন আসলেন, এই ক্লাস তো ইমামদের প্রশিক্ষনের জন্য, তখন তিনি বলেন, আমি জানি যে, এটি ইমামদের ক্লাস কিন্তু গত রাতে আমি যখন আমাদের ইমাম সাহেবকে ক্লাসে অংশ গ্রহণের বার্তা পাঠালাম তখন তিনি অংশ গ্রহণে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, আমাকে শহরের সুন্নী ওলামা যারা ওহাবী ছিল বলেছে যে, আহমদীরা কাফির। গ্রামের চীফ বলেন যে, এটি শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম আর আমার খুব দুঃখ হলো যে, আহমদীরা কীভাবে কাফির হতে পারে। আর এরা যদি কাফির হয়তাহলে তাদেরকে এই গ্রামে তবলীগ করার অনুমতি চীফ হিসেবে আমি দিয়েছি। তাই আমিতো দ্বীগুন কাফির হয়ে গেলাম। তাই রাতে আমি আল্লাহ্ তা'লার

কাছে অনেক দোয়া করেছি। তিনি বলেন যে, রাতে আমি অনেক দোয়া করেছি আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দিকনির্দেশনা চাইতে চাইতে ঘুমিয়ে পড়ি। এ কথাটি বড় বড় আলেমরা বুঝতে পারে না। এরপর তিনি কসম খেয়ে বিবৃতি দিয়েছেন যে, রাতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, প্রথমে আমার ঘরে আকাশ থেকে নক্ষত্র নেমে এসেছে আর এর পিছনে পিছনে চন্দ্রওএসেছে। আমি কাছে থেকে সেগুলোকে দেখছি কিন্তু তাতে কোন আলো নেই। এরপর হঠাৎ করে আকাশ থেকে এক শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিত্ব আমার ঘরে প্রবেশ করেন। আর তার ঘরে প্রবেশ করতেই অর্থাৎ সেই ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করতেই নক্ষত্র এবং চন্দ্র আশ্চর্যজনকভাবে আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায় আর সম্পূর্ণ ঘর আলোতে ভরে যায়। আর আমার হৃদয়ে একথা কিলকের মত প্রবেশ করে যে, ইনিতো কোন আহমদী মানুষ। আর আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে প্রশ্ন করি যে, আপনি কী আহমদীদের মুবাল্লিগ নাকি খলীফা? আর আমার চোখ খুলে যায়।

মুরুব্বী সাহেব তাকে বিভিন্ন ছবি দেখিয়েছেন। এলবাম দেখাতেই তিনি তাৎক্ষনিকভাবে আমার ছবির ওপর নিজের আঙ্গুল রেখে বার বার কসম খেয়ে বলেন যে, আমি তাকেই আকাশ থেকে আমার ঘরে অবতরণ করতে দেখেছি আর তার আগমনেই আমার ঘর আলোকোজ্জ্বল হয়ে যায়।

এরপর গাম্বিয়া থেকে আমীর সাহেব লিখেছেন, আসাম্বা মুম্বায়ে নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে যখন তবলীগ করা হয় এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করা হয় আর তাঁর জামাতভূক্ত হওয়ার বয়াতের শর্তাবলী পড়ে শুনানো হয় তখন গ্রামের ঈমাম এবং গ্রাম উন্নয়ন মূলক কমিটির চেয়ারম্যান স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, মহানবী (সা.) ইমাম মাহ্দীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন আর আজ প্রথমবার তিনি ইমাম মাহ্দীর আগমন বার্তা শুনছেন আর যখন থেকে আহমদীয়াতকে দেখছেনঅত্যন্ত অভিভূত হয়েছেন। তখন সেখানে উপস্থিত সকলেই, যাদের সংখ্যা ৩৫০ এর মত হবে, বয়াত করে আহমদীয়াতভূক্ত হন। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও বলেছেন যে, এই দ্বিতীয় কুদরত খোদা তা'লার হাতে প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের দৃষ্টান্ত আমরা সবসময় দেখি। অতএব যারা নিজেদের ঈমানে দৃঢ় থাকবে তারা আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শন এবং সমর্থনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে। অতএব নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকুন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক স্থাপন করুন আর সেই দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনযোগী হোন যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের নিয়ামত প্রাপ্তদেরকে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতের মাধ্যমে ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকার আদায় করবে আর আল্লাহ্‌র প্রথম প্রাপ্য হলো**ইয়াবুদুনানী,**তারাআমার ইবাদত করবে। সুতরাং এই নিয়ামত থেকে যদি লাভবান হতে হয় তাহলে খোদার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করুন। পাঁচ বেলা নিজেদের নামাযের হিফাযত করুন আর যথাযথভাবে নামায আদায়ের প্রতি মনযোগী হোন। এরপর বলা হয়েছে **লা ইউশরিকুনা বী শাইয়া,** তারা কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করবে না।

সুতরাং খিলাফতের প্রতি ভালবাসা এবং আনুগত্যই খোদার কৃপাকে আকর্ষণ করছে এবং উত্তম ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে কেননা এটি খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা। তাই এখন ধর্মের উন্নতির জন্য সকল চেষ্টা প্রচেষ্টাকে তিনি খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

অতএব কোন ওহ্দাদাদার বা পদাধিকারীর হৃদয়ে যদি আমিত্ব মাথা চাড়া দেয় বা আত্মশ্লাঘা দানা বাঁধে তাহলে তার ইস্তেগফারের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। সুতরাং জামাতে আহমদীয়ার উন্নতির ক্ষেত্রে আলেমদের জ্ঞানও কোন কাজ করছে না, আর বুদ্ধিমানদের বুদ্ধিও কোন কাজ করছে না, আর

জাগতিক জ্ঞানীদের জ্ঞান ও নৈপুণ্যও কোন কাজ করছে না। যদি কোন ধর্মীয় জ্ঞানী, কোন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, কোন জাগতিক জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান এবং কোন দক্ষ ব্যক্তির নৈপুণ্য জামাতের কাজে অস্বাভাবিক ফলাফল সৃষ্টি করছে তাহলে এটি সম্পূর্ণভাবে খোদার ফযল এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততার কল্যাণে হচ্ছে কেননা এই সম্পৃক্ততার কারণে খোদা তা'লার এসব ফলাফলের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর তাই তিনি তা দান করছেন। বস্তুবাদিদের ক্ষেত্রে বা বস্তুবাদিতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি বা নৈপুণ্য কাজে আসতে পারে কিন্তু জামাতের সদস্যদের উত্তম ফলাফলের জন্য বিশেষ করে জামাতী কাজে উত্তম ফলাফলের জন্য নিজেদেরকে অবশ্যই খিলাফতের অধীনস্ত বা খিলাফতের নির্দেশের অধীনস্ত রাখতে হবে। একইভাবে আলেমদেরও দায়িত্ব হবে, এমন মানুষ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে অর্থাৎ নতুন বয়াতকারী এবং নতুন যুবক শ্রেণী আর বাচ্চাদেরযাদের খিলাফতের সাথে সত্যিকার সম্পর্কের ধারণা নেই তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করুন এবং বলুন। একইভাবে এটি ওহ্দাদার বা পদাধিকারীদেরও দায়িত্ব। আর আল্লাহ্ তা'লা যদি ধর্মসেবার সুযোগ দিয়ে থাকেন তাহলে নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধির চেষ্টা করুন। নিজেদের বিশ্বস্ততা, আন্তরিকতা এবং তাকওয়াওউন্নত করুন এবং খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করুন। খলীফায়ে ওয়াক্ত-এর কথা শুন এবং সেগুলোর ওপর আমল করার বাসেগুলো মেনে চলার চেষ্টা কর। খিলাফতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক দৃঢ় কর। যারা এইবিষয়টি বোঝে তারা নিজেদের বাস্তব জীবনেও অসাধারণ পরিবর্তন অনুভব করে।

যদি এসব ওহ্দাদার বা পদাধিকারীরা খিলাফতের গুরুত্ব এবং খিলাফতের সাথে সম্পর্ককে দৃঢ় করার চেষ্টা করে তাহলে এসব ওহ্দাদার বা পদাধিকারীদের গুরুত্বও নিজ গুণেই বৃদ্ধি পাবে। অতএব এটি হলো আলেমদের দায়িত্ব, আর এতে সবাই অন্তর্ভূক্ত তা তিনি মুরুব্বী হন বা ওহ্দাদার হন বা ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা হন, তারা যেন খলীফায়ে ওয়াক্তের সাহায্যকারী হয়। নিজেদের কর্ম এবং আমলকেও খলীফায়ে ওয়াক্তের অধীনস্ত করুন আর অন্যদেরও নসীহত করুন। খলীফা যখন জামাতের সংশোধনের জন্য কিছু বলেন তাদের উচিত হবে তা হৃদয়ঙ্গম করা এবং জামাতের সামনে তা পুনরাবৃত্তি করা। আবার পুনরাবৃত্তি করা এবং পুনরায় পুনরাবৃত্তি করা যেন সবচেয়ে মোটা মাথার মানুষ বা কম বুদ্ধির মানুষও তা বুঝতে পারে এবং ধর্মের ওপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথ পেয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'লা জামাতের সভ্য এবং সদস্যদেরও আর আলেম ও ওহ্দাদারদেরওতৌফিক দিন তারা যেন খিলাফতের কথাগুলো কেবল শ্রবণকারীই না হয় বরং তার ওপর আমলকারীওহয়। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী খিলাফতরূপী নিয়ামতের মূল্যায়নকারী হই। (আমীন)

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (29th May 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO ....

....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B